খুলনা মেডিকেলে জনবল সংকট, যন্ত্র নষ্টসহ শয্যা সংকটে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খুলনা

৭০টি চিকিৎসকের পদ শুন্য এবং ছোট-বড় মিলে অন্তত ৩৮৬টি অতি জরুরি চিকিৎসাযন্ত্র নষ্ট হয়ে পড়ায় সেবা ব্যাহত হচ্ছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন, ৫০০ শয্যার এ হাসপাতালটিতে প্রতিদিন রোগী থাকছে ধারণ ক্ষমতার প্রায় তিনগুণ। চরম শয্যা সংকটের পাশাপাশি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি, ইউরোলোজি, বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি, শিশু সার্জারিসহ অপারেশন প্রয়োজন এমন শতাধিক রোগী ভর্তি থাকছেন মাসের পর মাস। এরইমধ্যে আবার রয়েছে চিকিৎসক, সেবিকাসহ জনবল সংকট।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন দেড় হাজারের ও বেশি রোগী ভর্তি থাকছে হাসপাতালে। তাদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। লোকবল কাঠামোয় ২৮৯ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও আছেন ২১৯ জন। এছাড়া নার্স, থেরাপিস্ট, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর ৫৩টি পদ শূন্য। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দূর-দূরান্ত থে?কে আসা রোগীরা।

সরেজমিনে হাসপাতালটির কয়েকজন রোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে আসে ভোগান্তির নানা চিত্র। তাদের অভিযোগ, হাসপাতালে কাংক্ষিত সেবা মিলছে না। ডুমুরিয়ার রংপুরের বাসিন্দা শংকর বিশ্বাস জানান, সাত দিন ধরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার বারান্দার ফ্লোরে আছেন। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে শয্যা নেই।

শংকর বলেন, সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছেন না তিনি। হাসপাতাল থেকে নামমাত্র ওষুধ দেওয়ার ফলে নগদ অর্থ দিয়ে দামি ওষুধ কিনতে হচ্ছে বাইরের ফার্মেসি থেকে। একইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করাতে বেসরকারি ক্লিনিক- ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে। হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং হাসপাতালসংলগ্ন বেসরকারি ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিপীড়ন? নি?য়েও অভিযোগ করেন তিনি।

বা?গেরহাটের রামপাল থে?কে চিকিৎসা নিতে আসা রাহেলা বেগম বলেন, ব্রেস্ট টিউমার নি?য়ে চি?কিৎসা

নি?তে এসেছেন তিনি। হাসপাতালের কাউন্টার থেকে

টি?কিট কে?টে নির্ধারিত কক্ষে এসে দেখেন ডাক্তার নেই। কখন

আসবেন তা কেউ জানেন না। এখন ফেরত যাচ্ছেন তিনি।

অন্যদিকে হাসপাতালে বর্তমানে ছোট-বড় মিলে অন্তত ৩৮৬টি অতি জরুরি চিকিৎসা যন্ত্র নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। বাধ্য হয়ে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করতে বেসরকারি হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হচ্ছে রোগীদের। হাসপাতাল সূত্র বলছে, বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের ৩৮৬ প্রকারের যন্ত্রপাতি নষ্ট বা অচল অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে পালস অক্সিমিটার (শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপের যন্ত্র), নেবুলাইজারের (শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র) মতো ছোট যন্ত্র যেমন রয়েছে; তেমনি সিটি স্ক্যান, পোর্টেবেল এক্স-রে, ডায়ালাইসিস মেশিনের মতো বড় ও দামি যন্ত্রও রয়েছে।

রেডিওলজি বিভাগে থাকা পাঁচটি এক্স-রে যন্ত্রের সবই ফিল্মের অভাবে এক মাস ধরে অচল পড়ে ছিল। কয়েক দিন আগে ফিল্ম আনায় যন্ত্রগুলো চালু হয়েছে। একই বিভাগে সিটি স্ক্যান মেশিন রয়েছে দুটি। এর মধ্যে একটি আট মাস ধরে নষ্ট। অন্য যন্ত্রটিতে শুধু মস্তিষ্কের স্ক্যান করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মরতরা জানান, সিটি স্ক্যানের দুটি যন্ত্রই সর্বাধুনিক এবং সর্বশেষ প্রযুক্তির। বেসরকারি ক্লিনিকেও এত ভালো যন্ত্র নেই। তার পরও এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা।

প্যাথলজি বিভাগের অটো অ্যানালাইজার মেশিন সচল থাকলেও রি-এজেন্টের অভাবে অচল পড়ে আছে। ২০২০ সালে যন্ত্রটি স্থাপনের পর আর রি-এজেন্ট কেনা হয়নি। যন্ত্রটি সচল থাকলে অল্প টাকায় সব ধরনের হরমোন পরীক্ষার সুযোগ পেতেন রোগীরা।

ইলেকট্রো মেডিকেল টেকনিশিয়ান বিভাগ থেকে জানা গেছে, হাসপাতালের ছয়টি ইসিজি মেশিনের তিনটি, ১৬টি ফটোথেরাপি মেশিনের সব, দুটি সিটি স্ক্যান মেশিনের একটি, তিনটি ১০০ এমএ পোর্টেবল এক্স-রে মেশিনের দুটি, ৫০০ এমএ এক্স-রে মেশিন একটি, ছয়টি আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনের চারটি, ১৯টি অ্যানেসথেশিয়া মেশিনের ৯টি, ৩০টি ওটি টেবিলের ২০টি, ১১টি ওটি লাইটের ছয়টি, একটি ডায়ালাইসিস মেশিন, একটি ডায়ালাইসিস রিপ্রেসর, ১২টি কার্ডিয়াক মনিটর, তিনটি আইসিইউ শয্যাসহ অসংখ্য যন্ত্রপাতি অচল পড়ে আছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মাস খানেক আগে হাসপাতালের পরিচালক স্বেচ্ছায় অবসরে চলে যাওয়ায় দায়িত্ব পেয়েছেন নিউরোসার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. মোহসীন আলী ফরাজী। এর ভিতর উপপরিচালক ও একজন নতুন আরএমও যোগদান করলেও কোনো নিয়মিত পরিচালকের পদায়ন হয়নি। ফলে আটকে আছে হাসপাতালের বার্ষিক ক্রয় প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রম।

জনবল সংকটের বিষয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে জানিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. মহসীন আলী ফরাজী বলেন, একইসাথে অচল যন্ত্রপাতির তালিকা এবং তা দ্রুত মেরামতের জন্য আমরা চিঠি দিয়েছি। ঢাকা থেকে টেকনিশিয়ানরা এসে দেখে গেছেন। দ্রুত যন্ত্রগুলো যাতে মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়, এজন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পর্যায়ক্রমে সংকট নিরসনের আশ্বাস দিয়েছেন তারা। আমরা সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১৯৮৯ সালে খুলনার বয়রায় প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট খুলনা হাসপাতাল। যা ১৯৯২ সালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তর এবং ২০০৮ সালে ৫০০ শয্যায় উন্নীত হয়। হাসপাতালটিতে ১৬টি বিভাগে ৩১ ওয়ার্ড রয়েছে। একটু ভালো সেবা পাওয়ার আশায় বিভাগের ১০ জেলা ও গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, পিরোজপুর, ঝালকাঠিসহ আশাপাশের জেলা থেকেও রোগীরা আসেন চিকিৎসা নিতে।